সূচীপত্র

সোনামণি প্রতিভা

৪৮তম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০২১
protiva.ahlehadeethbd.org

কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবল তোমাদের 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি (হজ্জ ২২/৩৭)।

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৮তম সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট ২০২১

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

♦ **সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মীযানুর রহমান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  - সৎসঙ্গ ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
  - শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ‘সোনামণি’ সংগঠনের ভূমিকা ০৬
  - ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ১২
- হাদীছের গল্প
  - তাহনীক ১৮
- এসো দো‘আ শিখি ১৯
- গল্পে জাগে প্রতিভা
  - বন্ধু নির্বাচন ২২
  - ধৈর্য ২৩
- কবিতাগুচ্ছ ২৪
- রহস্যময় পৃথিবী ২৫
- একটু খানি হাসি ৩০
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩২
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৩
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৪
- ভাষা শিক্ষা ৩৭
- কুইজ ৩৭
- নীতিমালা ৩৯

সৎসঙ্গ

মানুষ জন্মগতভাবেই সঙ্গপ্রিয়। সে সঙ্গ ছাড়া চলতে পারে না। সঙ্গীর সাহচর্য তার জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। সৎসঙ্গ হল উত্তম সঙ্গ, যে সঙ্গ থেকে সৎ পরামর্শ, সদুপদেশ ও জীবনে সঠিক পথে চলার প্রেরণা পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি যদি তার বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে চলার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে পারে এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে পারে, তবে সেটিই তার জন্য সৎসঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে সোনামণিদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, নিজে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হলে সৎসঙ্গ ও সৎকর্মশীল বন্ধু পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমরা তাদের প্রবেশ করাবো সৎকর্মশীলদের মধ্যে' *(আনকাবূত ২৯/৯)*।

সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধব দেখে মানুষের চরিত্র চেনা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯)*। তাই চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে চাইলে দরকার সৎ ও পরোপকারী বন্ধু। যে বন্ধুর কথা-বার্তায় সুখকর অনুভূতি থাকবে, হৃদয়ে জাগরণ সৃষ্টি করবে, আচরণে অনুসরণীয় আদর্শ থাকবে ও কর্মে কল্যাণের বার্তা থাকবে, সেই সৎসঙ্গ ও যথার্থ বন্ধু। এমন দ্বীনদার, পরহেযগার ও মুত্তাক্বীকেই বন্ধু হিসাবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ব্যতীত ভক্ষণ করে না' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮)*।

নবী-রাসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত উত্তম চরিত্র ও আদর্শের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র নিকট সৎসঙ্গ ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দো'আ করেছেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, 'হে প্রভু! আমাকে প্রজ্ঞা দাও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(শো'আরা ২৬/৮৩)*। অনুরূপ দো'আ হযরত সুলায়মান (আঃ) করেছেন, 'এবং আমাকে স্বীয় অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নামল ২৭/১৯)*। এতে বুঝা যায় যে, সৎসঙ্গ একটি বিরাট নে'মত, যা নবীগণও কামনা করেছেন *(তাফসীরুল কুরআন, ৩০ তম পারা, পৃ. ২৯৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ব্যক্তি তার সঙ্গেই থাকবে, যাকে সে দুনিয়াতে ভালবাসতো' *(বুখারী হা/৬১৬৯; মিশকাত হা/৫০০৮)*।

কবি শেখ সা'দী বলেন, 'সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ বানাবে। আর অসৎ সঙ্গ তোমাকে অসৎ বানাবে'।

সোনামণিরা! একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, তোমাদের মধ্যে যে ফুলবাগান থেকে ফুল কুড়ায় ও ফুল নিয়ে খেলাধুলা করে তার গা থেকে ফুলের সৌরভ ছড়ায়। আর যে নর্দমায় থাকে ও পচা পানি নিয়ে খেলাধুলা করে তার গা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। অনুরূপ সমাজজীবনেও অনেক মানুষকে সৎসঙ্গের প্রভাবে অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে দেখা যায়। তারা চরিত্রবান মানুষের সঙ্গলাভের মাধ্যমে পবিত্র জীবনে ফিরে আসে। পাপ ও পতন থেকে রক্ষা পায়। বাস্তবিকপক্ষে সৎ ও চরিত্রবান সঙ্গী সচেতন প্রহরীর মতো, যে তাকে সর্বদা অন্যায় ও অসত্যের পথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে। এজন্য সারাজীবন সৎ সঙ্গীর সাথে মিশে থাকতে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর' *(লোকমান ৩১/১৫)*।

ছাত্রজীবন মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। বয়সগত কারণে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবে এ বয়সে মানুষ সঙ্গীদের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। তাই এ জীবনে সঙ্গী নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণের পূর্বে তার তাক্বওয়া, দ্বীনদারী, আচার-আচরণ, কার্যকলাপ ও গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাতে তার সঙ্গলাভের মাধ্যমে নিজের জীবনকে আলোকিত করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর ওয়ালা ও কামারের হাপরের মতো। আতর ওয়ালা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দান করবে অথবা তার নিকট হতে তুমি কিছু খরীদ করবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে বা তুমি তার নিকট হতে দুর্গন্ধ পাবে' *(বুখারী হা/৫৫৩৪; মিশকাত হা/৫০১০)*।

অতএব সোনামণিরা! সর্বদা সৎসঙ্গ লাভের চেষ্টা করবে এবং মুমিন-মুত্তাক্বী সাথীদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে। তাহলে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দররূপে গড়ে তুলতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

١. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

১. 'যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে, সেকি তার মত হতে পারে যে আল্লাহ্র আক্রোশে পতিত হয়েছে? বরং তার আবাসস্থল হল জাহান্নাম। যা কতই না নিকৃষ্টতর আবাসস্থল' *(আলে ইমরান ৩/১৬২)*।

٢. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَ اللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبادِ

২. 'আর কোন কোন লোক এরূপ আছে যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মবিক্রয় করে। আর আল্লাহ হচ্ছেন তার বান্দাদের উপর স্নেহপরায়ণ' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*।

٣. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ-

৩. 'হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখান করেছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়নের কারণে তারা রাসূল (ছাঃ) ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। আর যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, তবে তোমরা তাদেরকে কেন বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর সে বিষয়ে আমি সম্যক অবগত। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এটা করবে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে' *(মুমতাহিনাহ ৬০/১)*।

٤. وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

৪. 'আল্লাহ মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহ্র পক্ষ হতে সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়। এটাই মহা সফলতা' *(আলে ইমরান ৩/১৫)*।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ-

১. আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে তার সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের উপরই সোপর্দ করে দেবেন' *(তিরমিযী হা/২৪১৪; মিশকাত হা/৫১৩০)*।

২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا-

২. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা যখন কোন কিছু আহারের পর এবং কোন কিছু পান করার পর আল্লাহ্র প্রশংসা করে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, তখন আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের তিনটি বিষয় পসন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপসন্দ করেন। পসন্দনীয় বিষয়গুলো হল, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করবে না এবং আল্লাহ্র রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর ছিন্নভিন্ন হবে না। আর অপসন্দনীয় তিনটি বিষয় হল, মূল্যহীন অধিক কথাবার্তা বলা, অধিকহারে প্রশ্ন করা এবং সম্পদ বিনষ্ট করা' *(মুসলিম হা/১৭১৫)*।

৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ-

৪. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষার সাথে বড় পুরস্কার জড়িত। আল্লাহ যখন কোন কওমকে ভালবাসেন তখন সে কওমকে পরীক্ষা করেন। অতঃপর যে ব্যক্তি সে পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, আর যে তাতে অসন্তুষ্ট থাকে, তার প্রতি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১)*।

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৭ম কিস্তি)

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসার পরিপন্থী কার্যাবলী

১. তাবীয, সুতা, বালা ইত্যাদি বাঁধা : রোগ-বালাই ভালো করার আশায় তাবীয, সুতা, বালা ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন হাত, কনুই, গলা, কোমর ও পায়ে ঝুলিয়ে রাখা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসার পরিপন্থী কাজ। কেননা এগুলো রোগ ভালো করতে পারে না। রোগ দেওয়া বা ভালো করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই রোগ হলে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষকরে যেখানে ছোট বাচ্চা সেখানেই তাবীয, সুতা, বালা ইত্যাদি। অধিকহারে কাঁদা, ভয়, অনিদ্রা, স্বাস্থ্যের অবনতি ও বদনযর হতে বাঁচতে অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ইসলামে ঝাড়-ফুঁক সিদ্ধ। কিন্তু তাবীয-কবচ, বালা-সুতা, রিং এবং এ জাতীয় যাবতীয় কিছু রোগ মুক্তির জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রোগ মুক্তির জন্য এগুলো ব্যবহার করা শিরক। আদর্শ পিতা-মাতা ও অভিভাবক অবশ্যই তার সন্তানকে এগুলো থেকে দূরে রাখবেন। আর ঝাড়-ফুঁক স্রেফ আল্লাহ্র নামে হতে হবে। কোনরূপ শিরক মিশ্রিত কালাম ও জাহেলী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না *(মুসলিম হা/২২০০; মিশকাত হা/৪৫৩০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবীয ব্যবহারকারীর বায়'আত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন না। ওক্বা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর তিনি দলটির নয় জনকে বায়'আত করালেন এবং একজনকে বায়'আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি নয় জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন কেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার সাথে একটি তাবীয আছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিঁড়ে ফেলল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকেও বায়'আত করালেন এবং বললেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসত এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হল। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতা পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের জন্য সুতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহ্র পরিবার শিরকমুক্ত হল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিঁটযুক্ত মন্ত্রপূত সুতা হল শিরকের অন্তর্ভুক্ত'। রাবী বলেন, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেলল। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়ল তা দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমি তার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝরা বন্ধ হল এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগল। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আঙ্গুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হত এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হত। তুমি নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও। أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا *'আয্হিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগ-দিরু সাক্বামা।* 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, হযরত রুওয়াইফ ইবনু ছাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ

مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بَرِئَ مِنْهُ 'হে রুওয়াইফ'! হয়তো তুমি আমার পরে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তুমি তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা ধনুকের রশি গলায় কবচ হিসাবে বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না' *(আবুদাঊদ হা/৩৬; মিশকাত হা/৩৫১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায়, তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। তাই কোন বস্তুর উপরে নয়, স্রেফ আল্লাহ্র কালাম পড়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করতে হবে। এটি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনোচিকিৎসা। যা দৈহিক চিকিৎসাকে প্রভাবিত করে *(তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃ. ৫৫৪)*।

২. কবর বা মাযার পূজা

কবর বা মাযারে শায়িত মৃত পীর বা ওলী-আউলিয়া মানুষের অভাব পূরণ করেন, বিপদাপদ দূর করেন, তাঁদের অসীলায় সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করলে মনের কামনা পূরণ হবে ইত্যাদি কথা বিশ্বাস করা শিরক এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ– 'আর যদি আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন অমঙ্গলের স্পর্শে আনেন, তবে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উহার বিমোচক নেই। আর যদি তিনি আপনার কোন মঙ্গল করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহকে তিনি ব্যতীত রুখবারও কেউ নেই' *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

মুসলমানদের অনেকেই উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, বিপদাপদে পীর-মুরশিদ, ওলী-আউলিয়া, নবী-রাসূল ইত্যাদি নাম নেয়া অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। যখনই তারা কোন বিপদে বা সংকটে পড়ে তখনই বলে ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া আলী, ইয়া হোসাইন, ইয়া জীলানী, মা ফাতেমা, মা যায়নাব ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ 'আল্লাহ ব্যতীত আর যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদেরই মত দাস' *(আ'রাফ ৭/১৯৪)*। কিছু কবরপূজারী কবরে চুম্বন করে, হাত বুলায়, মাটি তাদের গায়ে মাখে, সিজদা করে, উহার সামনে মিনতিভরে দাঁড়ায়, নিজের উদ্দেশ্য ও

অভাবের কথা তুলে ধরে। সুস্থতা কামনা করে, সন্তান চায় অথবা প্রয়োজনাদি পূরণ কামনা করে। অথচ আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ– 'তাদের থেকে অধিকতর দিকভ্রান্ত আর কে আছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব উপাস্যকে ডাকে যারা ক্বিয়ামত পর্যন্তও তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। অধিকন্তু তারা ওদের ডাকাডাকি সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না' *(আহক্বাফ ৪৯/৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তার সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে তার নিকট দো'আ প্রার্থনা করে, আর ঐ অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(বুখারী হা/৪৪৯৭)*।

একইভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করা, মাযার ও দরগার নামে মোমবাতি, আগরবাতি মানত করে ভালো কিছু কামনা করা আল্লাহ্র উপর ভরসার বিপরীত; যা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে এবং সোনামণিদের দূরে রাখতে হবে।

৩. কুলক্ষণ ও অশুভ মনে করা : কুলক্ষণ ও অশুভ হল কোন কিছু দেখতে বা শুনতে পেয়ে তাকে কুলক্ষণ ও অশুভ গণ্য করা এবং মনে করা যে, এই দেখা বা শোনার ফলে মনোবাসনা ও লক্ষ্য মোটেও পূরণ হবে না। আর কাজ শুরুর আগে এরূপ ঘটলে তার ঐ কাজে যাওয়া উচিত হবে না।

এরূপ অশুভ ভাবনা আল্লাহ্র উপর ভরসার একেবারেই পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী অন্তর কখনই সকালে বিধবা নারীর দর্শন ও বাম দিক দিয়ে পাখি উড়ে যাওয়া খারাপ মনে করতে পারে না এবং পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ডিম খেলে পরীক্ষায় শূন্য পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هَـذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوْا بِمُوْسَى وَمَن مَّعَهُ– 'যখন তাদের (ফেরাঊন ও তার প্রজাদের) কোন কল্যাণ দেখা দিত তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যদি কোন অকল্যাণ হত, তারা তখন মূসা ও তাঁর সাথীদের অলুক্ষণে বলে গণ্য

করত' *(আ'রাফ ১৩১)*। এভাবে শুভাশুভ নির্ণয়ের বিধান প্রসঙ্গে মহানবী (ছাঃ) বলেন, اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ 'কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৮৪)*।

অনেকে কানা-খোঁড়া, পাগল ইত্যাকার প্রতিবন্ধীদের কাজের শুরুতে দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। দোকান খুলতে গিয়ে পথে এমনিতর কোন কানা-খোঁড়াকে দেখতে পেলে তার আর দোকান খোলা হয় না। অশুভ মনে করে সে ফিরে আসে। অথচ এ জাতীয় আক্বীদা পোষণ করা হারাম ও শিরক। এজন্য যারা কুলক্ষণে বিশ্বাসী রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি। ইমরান বিন হোছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ، أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُحِرَ لَهُ- 'যে ব্যক্তি নিজে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে ও যার কারণে অন্যের মাঝে কুলক্ষণের প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে ও যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয় (বর্ণনাকারী মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কেও বলেছিলেন) এবং যে জাদু করে ও যার কারণে জাদু করা হয় সেই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(ছহীহাহ হা/২১৯৫)*।

তবে সুলক্ষণ-কুলক্ষণের ধারণা মনে জন্ম নেয়া স্বভাবগত ব্যাপার, যা সময়ে বাড়ে ও কমে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا مِنَّا إِلاَّ (أَيْ إِلاَّ وَيَقَعُ فِيْ نَفْسِهِ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ) وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ- 'আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত কিছুই উঁকি দেয় না। কিন্তু তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৯১০; মিশকাত হা/৪৫৮৪)*।

৪. জ্যোতিষী ও গণকের কাছে ভাগ্য গণনা করা :

রাশিফলের উপর বিশ্বাস করা, জ্যোতিষী ও গণকের কাছে গিয়ে নিজের ভাগ্য গণনা করানো, হারানো বস্তুর সন্ধানদাতাদের নিকট এ বিষয়ে সন্ধান চাওয়া ইত্যাদি তাওয়াক্কুলের বিপরীত। এসব গণক ও জ্যোতিষী অদৃশ্য লোক ও ভবিষ্যৎ জানার দাবী করে। মুমিন বান্দা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে থাকে তাহলে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে গায়েব বা

অদৃশ্যের খবর জানতে চাইবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 'যে ব্যক্তি গণক কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করে' *(আহমাদ হা/৯৫৩২; ছহীহাহ হা/৩৩৮৭)*।

যে ব্যক্তি তারা গায়েব জানে না বলে বিশ্বাস করে কিন্তু অভিজ্ঞতা কিংবা অনুরূপ কিছু অর্জনের জন্য তাদের নিকটে যায় সে কাফির হবে না বটে, তবে তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 'যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না' *(মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

৫. চিকিৎসার চেষ্টা না করা :

অনেকে রোগ বালাই দেখা দিলে উপযুক্ত চিকিৎসার চেষ্টা করে না। অথচ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً 'আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি যার প্রতিষেধক বা চিকিৎসা তিনি দেননি' *(বুখারী হা/৫৬৭৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোগের চিকিৎসা করতেও আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা করাও' *(তিরমিযী হা/২০৩৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৬)*। এছাড়াও অনেক তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ রয়েছে যেগুলো থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত।

[চলবে]

'ভোগের আনন্দ ক্ষণিকের। ত্যাগের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী ও মহিমান্বিত। ভোগের আনন্দ দুনিয়াতেই সীমিত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যাপ্ত'।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ
উপদেষ্টা, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, রাজশাহী সদর।

ভূমিকা :

ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বিচারিক আসনে অবস্থান করে সিদ্ধান্ত প্রদান করলে সেটাই প্রমানিত হয়। সারা বিশ্বে যত জাতি আছে কেউই নারীর মর্যাদা প্রদানে জুডিশিয়াল মাইন্ড এ্যাপ্লাই করতে পারেনি। একমাত্র ইসলাম-ই নারীর মর্যাদা প্রদানে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ইসলামে নারীকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। নিম্নে সে বিষয়গুলো আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

কন্যারূপে নারী :

সারা দুনিয়ায় যত জাহেলিয়াতের আবির্ভাব ঘটেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল আরব জাহেলিয়াত। কন্যারূপে নারীর বড়ই অমর্যাদা ছিল আরব জাহেলিয়াত সমাজে। সেখানে কন্যা-সন্তানকে ঘৃণা করা হত। তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। কন্যা সন্তানের মুখ দেখতে রাযী হতনা স্বয়ং কন্যার পিতা। আল্লাহ বলেন, 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত সংবাদের দুঃখে সে সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে আত্মগোপন করে। সে ভাবতে থাকে, গ্লানি সত্ত্বেও সে কন্যাটিকে রেখে দিবে, না তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবে? সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/৫৮-৫৯)*।

ইসলাম মানবতা বিরোধী ভাবধারার প্রতিবাদ করেছে। এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যেদিন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে। কি অপরাধে সে নিহত হল?' *(তাকভীর ৮১/৮-৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করাকে হারাম করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের নাফারমানী,

কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া। আর অপসন্দ করেছেন অনর্থক কথা বলা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ অপচয় করা' *(বুখারী হা/২৪০৮)*।

আরব জাহেলিয়াতের সমাজে কন্যাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে পঙ্গু করে রাখা হত। তাকে পিতার মীরাছ লাভের অধিকারী মনে করা হতনা। বরং সেখানে মীরাছ দেওয়া হত পুত্র সন্তানকে, যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারত। নারীদের মীরাছের অংশ দেওয়া তো দূরের কথা স্বয়ং এই নারীদেরকেই মিরাছের মাল মনে করা হত এবং পুরুষরা তাদের নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিত। কন্যা সন্তানের প্রতি চরম অবজ্ঞা এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতির যুগেও যত্রতত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে মীরাছ বণ্টন দেরীতে হলেও নারীরা তাদের প্রাপ্ত অংশে সমাজে পূর্বের ন্যায় অবহেলিত রয়ে গেছে।

কিন্তু ইসলাম মানবতার পক্ষে এই চরম অবমাননাকর রীতি চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। কুরআনে নারীকে পুরুষের মতই মীরাছের অংশীদার করে দেওয়া হয়েছে। যদিও পুরুষের তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কম বলে পুরুষদের অপেক্ষা তাদের অংশ অর্ধেক রাখা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক' *(নিসা ৪/১১)*। উপরোক্ত আয়াতে মেয়েদেরকে ছেলেদের মত সম্পত্তির অংশীদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাধারণ লোক তা গ্রহণ করতে পারেনি। তারা বলল, এদের মধ্যে কেউ তো এমন নয় যে, যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। এ মনোভাবের প্রতিবাদ করে কন্যাকে পিতা-মাতার সম্পদে এমন পরিমাণ মীরাছ লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা তার জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

পিতা জীবিত থাকতে ছেলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার লালন-পালন করা যেমন পিতার দায়িত্ব; তেমনি মেয়ের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার জন্য পিতার অনুরূপ দায়িত্ব। তাছাড়া ছেলে বড় হলে তাকে কাজকর্ম করতে বাধ্য করতে পারে; কিন্তু কন্যা সন্তানকে তা পারেনা।

স্ত্রী রূপে নারী :

আরব সমাজের স্ত্রী হিসাবেও নারীর অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হয়েছে। তাদেরকে স্বামীর ঘরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হয়নি। তাদেরকে হীন ও দয়ার পাত্রী মনে করা হত। নিতান্ত দাসীর মত ব্যবহার করা হত। ইসলাম স্ত্রী হিসাবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর স্বামীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। তবে স্বামীদের জন্য স্ত্রীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*।

আরব সমাজে নানা ভাবে স্ত্রীদের উপর অযথা যুলুম ও পীড়ন চালান হত। কোন কোন স্বামী তাদের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখত। না দিত তাদের স্ত্রীর অধিকার, না দিত তাদের মুক্তি। স্বামী একদিকে যেমন তাদের পুরোপুরি মর্যাদা ও অধিকার দিত না। অন্যদিকে তেমনি তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। এভাবে আটকে রেখে তাদের নিকট থেকে নিজেদের দেয়া ধন-সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাত। সেজন্য নানা কৌশল অবলম্বন করত। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর হালাল নয় যে, তোমরা জোর পূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী বনে যাও। আর তোমরা তাদেরকে (মোহরানা ও অন্যান্য সম্পদ) যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেওয়ার (কপট) উদ্দেশ্যে (স্বামীদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিয়ো না। অবশ্য যদি তারা প্রকাশ্যে কোন ফাহেশা কাজ করে (তবে সেকথা স্বতন্ত্র)। তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হতে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ...। তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে' *(মুসলিম হা/১২১৮)*।

মা রূপে নারী :

ইসলামে মা হিসাবে নারীকে যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে, দুনিয়ার কোন সম্মান তার সাথে তুলনা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মায়ের সেবাযত্নকে জিহাদে অংশগ্রহণের চেয়ে উত্তম বলেছেন। জাহেমাহ (রাঃ) জিহাদে যেতে চাইলে তিনি বলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মায়ের সেবাকে অবলম্বন কর। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে' *(নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯)*।

মায়ের সম্মান, উপযুক্ত খেদমত এবং যথাযথ হক আদায় করলে সন্তান জান্নাত লাভ করতে পারে। মায়ের খেদমত না করলে কিংবা তার প্রতি কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করলে, দুঃখ-কষ্ট দিলে সন্তান যত ইবাদত বন্দেগী আর নেক কাজই করুক না কেন, তার পক্ষে জান্নাত লাভ সহজ হবে না।

মহান আল্লাহ তার যাবতীয় হুকুম পালনের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি অনুগত হওয়াকে আবশ্যক করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম' *(আহক্বাফ ৪৫/১৫)*।

তিনি আরোও বলেন, 'আপনার রব নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, আর তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বল, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভাল করেই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তিনি মনোযোগীদের প্রতি ক্ষমাশীল' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৫)*।

ব্যক্তি ও পরিবার গঠনে নারী :

ব্যক্তি ও সভ্য সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের রয়েছে যথেষ্ট ভূমিকা। কারণ ইসলাম নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে যার যার উপযুক্ত সম্মান ও অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

এখানে ব্যক্তি ও পরিবার গঠনে নারীর উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি দিক হল-

ক. পরিবারকে আগলে রাখে : পরিবারকে আগলে রাখার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব ধরনের পরিস্থিতিতে তারা পরিবারকে আগলে রাখে, পরিবারের মানুষদের অনুপ্রেরণা জোগায়। নিজে না খেয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেয়। অসুস্থ শরীর নিয়েই স্বামী-সন্তানের সেবায় নিয়োজিত থাকে। একটা নারী প্রতিদিন স্বামী-সন্তান ও নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে যায়। তাদের এই ত্যাগ বিফলে যাওয়ার নয়। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

খ. সন্তানের প্রথম পাঠশালা মায়ের কোল : ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসাবে। মায়ের ত্যাগ ও ভালোবাসায় একজন সন্তান তার মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। তা ছাড়া মায়ের ভালবাসা, আদর-স্নেহে একজন সন্তান বড় হয়ে ওঠে। আল্লাহকে ডাকতে শেখে। এক কথায় প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে আসা এবং বেড়ে ওঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা মায়ের। মায়ের তুলনা অন্য কারো সাথে চলে না।

গ. স্বামীকে দ্বীন পালনে সহযোগিতা : একজন স্বামীর পরিপূর্ণভাবে দ্বীন পালন করার জন্য একজন পুণ্যবতী স্ত্রী সহায়ক হয়। স্বামীর সুখ-দুঃখে ছায়ার মতো তার পাশে থাকে একজন পুণ্যশীলা নারী। বিপদে তাকে সাহস দেওয়া, আল্লাহ্র হুকুম পালনে উৎসাহী করা, সৎ কাজে আত্মনিয়োগের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া একজন মুমিন নারীর দায়িত্ব। আর যদি নারী পুণ্যবতী না হয়, তাহলে সেই স্বামীর জীবনটা নরকে পরিণত হয়। শুধু একটি পরিবারই নয়;

বরং একটি সমাজ ধ্বংস করার জন্য একটি নারীই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়াটাই সম্পদ। যার সেরা সম্পদ হল পুণ্যশীলা স্ত্রী' *(মুসলিম হা/১৪৬৭)*।

সমাজ গঠনে নারী :

নারী কেবল কন্যা, বধু এবং মা-ই নন, সমাজ সংস্থায় সে সমান মর্যাদার অধিকারী একজন সদস্যাও বটে। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন নারী যদি আশ্রয়হীন বা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে তাহলে সে তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজন পূরণে যে কোন হালাল উপায়ে উপার্জন করতে পারে। ধর্মীয় পরিবেশ বজয় রেখে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করতে পারে।

দ্বীনী শিক্ষায় নারীর অধিকার :

দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যে তারা নিজেদের জন্য পৃথক একটি দিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দাবী করেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'নারীরা রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, (জ্ঞানের দিক দিয়ে) পুরুষরা আপনার কাছে অগ্রগামী হয়ে গেল। আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। অতঃপর তিনি তাদেরকে নির্ধারণ করে দিলেন। তারা সমবেত হলে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে উপদেশ দিলেন, শিক্ষাদান করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে। একজন জিজ্ঞেস করল, দু'টি হলে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু'টি হলেও' *(বুখারী হা/১০১)*।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহানুভূতি আত্মদানই হচ্ছে নারীর ভূষণ। বিশ্বের সমস্ত মানুষই নারীর গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করেছে। নারী কর্তৃক প্রসবিত এবং নারীর কোলেই লালিত-পালিত হয়েছে। মানব জাতির মর্যাদা সে বাড়িয়েছে। গোটা মানবতাই নারীর কাছে ঋণী।

তাই নারীর গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেনি এবং পারবেও না। কন্যা, বধু, জননীর গুরুত্ব ও মর্যাদা আলোকিত হলে জননীর গর্ভ থেকে প্রসবিত ছোট শিশুটি একসময় দুনিয়াকে আলোকিত করবে। আল্লাহ আমাদের নারীর মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের তাওফীক দান করুন- আমীন!

তাহনীক

নাজমুন্নাহার
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

'তাহনীক' অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কোন কিছু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া। হিজরতের পর মদীনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান আবুবকর (রাঃ)-এর নাতি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরের মুখে খেজুর চিবিয়ে দিয়ে রাসূলুলাহ (ছাঃ) 'তাহনীক' করেছিলেন।

ওরওয়া ইবনু যুবায়ের ও ফাতেমা বিনতু মুনযির ইবনু যুবায়ের (রহ.) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) যে সময় হিজরত করলেন, সে সময় তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে পেটে ধারণ করেছিলেন। কুবায় পৌঁছলে তিনি আব্দুল্লাহকে প্রসব করলেন। প্রসবের পর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন যাতে তিনি তাকে (নবজাতককে) খেজুর চিবিয়ে মুখে দিয়ে বরকতের দো'আ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাচ্চটিকে তার নিকট হতে নিয়ে নিজের কোলে রাখলেন। এরপর একটি খেজুর নিয়ে আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেন, তা পাওয়ার আগ পর্যন্ত খুঁজে সংগ্রহ করতে আমাদের কিছু সময় দেরী হল।

তারপর তিনি তা চিবিয়ে নিজ মুখ থেকে তার মুখের ভিতরে দিলেন। ফলে তার পেটে সর্বপ্রথম প্রবেশ করল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখের লালা। আসমা (রাঃ) আরও বলেন, তারপর তিনি তাকে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দো'আ করলেন, আর তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। তারপর সাত কিংবা আট বছর বয়সে সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত হওয়ার জন্য এলো। পিতা যুবায়ের (রাঃ) তাকে তা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এগিয়ে আসতে দেখে মুচকি হাসলেন। এরপর তাকে বায়'আত করে নিলেন' *(মুসলিম হা/২১৪৬)*।

শিক্ষা :

১. *শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর হকপন্থী দ্বীনদার কোন আলেমের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট থেকে শিশুর 'তাহনীক' করানো ও শিশুর জন্য দো'আ করানো ভালো।*

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ

১। রাতে ঘুমাবার দো'আ :

শোয়ার সময় বিছানাটা ঝেড়ে নেওয়ার জন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন' *(বুখারী হা/৬৩২০; হা/২৩৮৪)*।

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শোয়ার সময় ডান পার্শ্বের উপর শুতেন, অতঃপর বলতেন,

اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَمَلْجَأَ وَلاَمَنْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আস্‌লাম্‌তু নাফ্‌সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাউওয়াযতু আমরী ইলাইকা ওয়ালজা'তু যাহরী ইলাইকা রাগ্‌বাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনঝালতা ওয়া বি নাবিইয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌তা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমাতে সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম এবং তোমার প্রতি ভয় ও আগ্রহ নিয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনলাম' *(বুখারী হা/৬৩১১; মিশকাত হা/২৩৮৫)*।

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন ওযূ করবে তোমার ছালাতের ওযূর ন্যায়। অতঃপর তোমার ডান পার্শ্বের উপরে শুবে এবং উক্ত দো'আ বলবে। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি সেই রাতেই মৃত্যু বরণ কর, তবে তুমি

ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করবে আর যদি তুমি ভোরে উঠ, তবে তুমি কল্যাণের সাথে উঠবে' *(বুখারী হা/৬৩১১; মিশকাত হা/২৩৮৫)*।

নবী করীম (ছাঃ) যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন,

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَى-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মৃত্যুবরণ করছি এবং তোমারই দয়ায় পুনরায় জীবিত হব' *(বুখারী হা/৬৩১২; মিশকাত হা/২৩৮২)*।

রাতে ঘুমাবার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঘুম থেকে উঠা পর্যন্ত একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। ফলে শয়তান তার নিকট আসতে পারে না *(বুখারী হা/৩২৭৫; মিশকাত হা/২১২৩)*।

নবী করীম (ছাঃ) রাতে ঘুমাবার সময় সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস পড়তেন *(বুখারী হা/৫০১৭; মিশকাত হা/২১৩২)*।

রাসূল (ছাঃ) শোয়ার সময় গালের নিচে ডান হাত রেখে নিম্নের দো'আটিও পড়তেন-

اَللَّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবা-দাকা।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হ'তে রক্ষা কর, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর হ'তে উঠাবে' *(তিরমিযী হা/৩৩৯৯; মিশকাত হা/২৪০২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত পড়বে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে' *(বুখারী হা/৪০০৮; মিশকাত হা/২১২৫)*।

নবী করীম (ছাঃ) শোয়ার সময় ফাতেমা (রাঃ)-কে ৩৩ বার সুব্‌হা-নাল্লাহ, ৩৩ বার আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তে বলেছিলেন *(বুখারী হা/৮৪৩; মিশকাত হা/২৩৮৮)*।

২। ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে দো'আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ-

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী ওয়া 'ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাঝা-তিশ শাইয়া-ত্বীনি ওয়া আইয়াহযুরূন।*

অর্থ : 'আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে।

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায় তখন সে যেন উক্ত দো'আ পাঠ করে। ফলে কোন কুমন্ত্রণা তার ক্ষতি করতে পারবে না' *(তিরমিযী হা/৩৫২৮; মিশকাত হা/২৪৭৭)*।

৩। ঘুমন্ত অবস্থায় ভাল বা মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয় :

ভাল স্বপ্ন দেখলে করণীয়-

(১) 'আল্-হাম্দু লিল্লাহ' পড়া (২) সুসংবাদ গ্রহণ করা (৩) প্রিয় ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করা।

মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয়-

(১) 'আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' তিন বার পড়া (২) বাম দিকে তিন বার থুক ফেলা (৩) পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া (৪) কারো কাছে প্রকাশ না করা *(বুখারী হা/৭০৪৪; মিশকাত হা/৪৬১২-১৩)*।

৪। ঘুম থেকে উঠার পর দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

উচ্চারণ: *আল-হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্নুশূর।*

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁরই নিকটে সকলকে ফিরে যেতে হবে *(বুখারী হা/৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৬৬-৬৯)।

বন্ধু নির্বাচন

ওসমান আলী, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক গ্রামে নাঈম নামে এক ছেলে ছিল। তার একজন বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধু ছিল মন্দ স্বভাবের। সে মাঝে মধ্যেই মানুষের গাছের ডাব, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি চুরি করত। নাঈমের পিতা ছিলেন একজন ধার্মিক ও আল্লাহভীরু মানুষ। তিনি তার ছেলেকে তার বন্ধুর ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক করতেন। কিন্তু নাঈম তার পিতার কথা শুনত না। সে তার দুষ্টু বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব চালিয়ে গেল।

একদিন গভীর রাতে নাঈমের বন্ধু বলল, চল যায় মণ্ডল ছাহেবের গাছ থেকে ডাব চুরি করব। নাঈম বলল, না বন্ধু আমার পিতা জানতে পারলে আমাকে অনেক বকা দিবেন। আর ডাব গাছের মালিক আমাদের ধরে ফেললে, শাস্তি দিবেন। নাঈমের বন্ধু বলল, আরে না এ অন্ধকার রাতে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

দুষ্টু বন্ধুর ফাঁদে পড়ে নাঈম ডাব চুরি করতে গেল। কিন্তু গাছে চড়বে কে? দুষ্টু বন্ধু বলল, দেখ বন্ধু! আমার গাছে চড়া কোন ব্যাপারই না। বড় বড় গাছে খুব সহজেই চড়তে পারি। কিন্তু কয়েক দিন আগে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি। আর তোমারও তো গাছে চড়ার অভ্যাস করা দরকার। তাই তুমি আজ গাছে উঠ।

নাঈম বলল, ঠিক আছে। এ বলে সে গাছে উঠা শুরু করল। কিন্তু সে গাছে উঠার ব্যাপরে তেমন দক্ষ ছিল না। গাছটি ছিল খুব লম্বা। গাছের মাঝামাঝি যেতে না যেতেই সে পা পিছলিয়ে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তার একটি পা ভেঙ্গে গেল। দুষ্টু বন্ধু নাঈমের পড়ে যাওয়া দেখেই ভয়ে পলিয়ে গেল। নাঈম ব্যথায় চিৎকার করতে লাগল। তার চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে আসল। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

নাঈম হাসপাতালের বেডে শুয়ে চিন্তা করল, হায়! যদি আমি পিতার কথা শুনতাম তাহলে আজ এই কষ্ট সহ্য করতে হত না। আর কাঁধে নিতে হত না অপমানের অসহ্য বোঝা।

শিক্ষা : *পিতা-মাতা হলেন পৃথিবীর নিঃস্বার্থ শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তাই পিতা-মাতার কথা শুনতে হবে ও বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমল-আখলাক দেখতে হবে।*

ধৈর্য

তোফায়েল আহমাদ, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শাহীন নামের এক দরিদ্র কৃষক সমুদ্র উপকূলে বসবাস করত। হঠাৎ একদিন সমুদ্রে খুব ঢেউ শুরু হল। এতে তার বাড়ী পানিতে তলিয়ে গেল। তার মাত্র একটি মেয়ে ছিল। তরঙ্গের উত্তালে আদরের মেয়েটিও পানিতে ডুবে মারা গেল। শাহীন এখন একা ও নিঃস্ব। সে রূযীর সন্ধানে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে সমুদ্রে গেল। সে যখন সমুদ্রের মাঝামাঝি পৌঁছাল, ঠিক তখনই প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। নৌকা নিয়ে সে তাড়াতাড়ি সমুদ্র কূলে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু আসতে পারল না। তার নৌকা পানিতে তলিয়ে গেল। সে সাঁতার কেটে একটি দীপে আশ্রয় নিল। কিন্তু সে বুঝতে পরছিল না যে, সে এখন কোথায় এসেছে? দিকভ্রান্ত হয়ে সে দ্বীপের মধ্যেই বসে পড়ল।

রাত নেমে এলো। সে থাকার জন্য ছোট্ট একটি ঘর তৈরী করল। কিন্তু কী খাবে? অনাহারে রাত কেটে গেল। সকালে খাবারের খোঁজে বের হল। কিন্তু কোথাও কোন খাবার মিলল না। অবশেষে ক্ষুধার তাড়না নিয়ে ফিরে এলো ছোট্ট নীড়ে। এসে দেখে তার সেই ঘরটিতে আগুন জ্বলছে। এদেখে দুঃখ করে বলল, হায়! অবশেষে আমার ঘরটিও পুড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর শাহীন দেখল একটা জাহায তার দিকে ছুটে আসছে! জাহাযটি এসে কিনারায় ভিড়ল। সে অবাক হয়ে জাহাযের দিকে তাকিয়ে আছে। জাহাযের মালিক তাকে বলল, এসো তুমি আমাদের জাহাযে এসো। শাহীন বলল, আপনারা কি জন্য এখানে এসেছেন? জাহাযের মালিক বলল, আগুন জ্বলতে দেখে ভাবলাম এখানে কেউ বিপদে পড়েছে। শাহীন বলল, হায়! একটু আগে যে আগুনকে আমি অভিশাপ দিচ্ছিলাম, সে আগুনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে উদ্ধার করলেন। আল্লাহ মহান! আল্লাহই সকল বিপদ থেকে উদ্ধারকারী।

শিক্ষা :

১. বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হয়। বিপদে ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন' *(বুখারী হা/৫৬৪৫)*।

কবিতা গুচ্ছ

সফলতার সূর্য

আবু সাঈদ, দাখিল পরীক্ষার্থী
ডিমলা ফাযিল মাদ্রাসা
জলঢাকা, নীলফামারী।

সোনামণি, সোনামণি
বলছি তোমায় শোন,
স্বপ্ন তোমার আকাশ ছোঁয়া
নেই সংশয় কোন।
স্বপ্ন বিভোর মন যে তোমার
আকাশ-পাতাল চায়,
রঙিন পথের খোঁজ মিললে
শান্তি তবে পায়।
স্বপ্নে তুমি হতে পার
ধরার মাঝে রাজা,
আলসে মনে স্বপ্ন দেখে
পেতেও পার সাজা।
স্বপ্ন দেখে সফল হবে
এই যদি চাই মনে,
দুঃখ তোমার মুছতে হবে
নামতে হবে রণে।
সেই রণেতে আসতে পারে
হাযার রকম বাধা,
বাধার মাঝে সফল হয়ে
ছুড়বে বাধায় কাদা।
তবেই তোমার কাটবে সকল
দুঃখ আধার ঘোর,
সফলতার সূর্য নিয়ে
আসবে নতুন ভোর।

শিক্ষার সম্মান

রাকীবুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

আর কতদিন কাটাব বল
চুপটি করে ঘরে?
লেখাপড়া বন্ধ আছে
দু'বছর ধরে।
মন আর মানে না ভাই
বসে ঘরের কোণে,
মনটি সদা যেতে চায়
শিক্ষাঙ্গনে।
মহামারীর মহা থাবায়
মরল ক'জন ভাই?
লক্ষ কিশোর নষ্ট হল
তোমাদের অবহেলায়।
বিদ্যালয়ে ঝুলছে তালা
মাঠেও যেতে বারণ,
নেশা-জুয়া-ফ্রি-ফায়ারের
এটাইতো ভাই কারণ।
অনলাইনে ক্লাসের ফিতনা
এলো মোদের দ্বারে,
ছোট্ট কিশোর ফেইসবুক শিখে
ডুব দিল আঁধারে।
অবসরের এতো সময়
কী করব ভাই?
নিয়ম-কানুন মেনে মোরা
বিদ্যালয়ে যেতে চাই।
খুলে দাও খুলে দাও
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,
রক্ষা কর টিকিয়ে রাখ
শিক্ষার সম্মান।

হামাদানের আলী সাদর গুহা

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ব্যতিক্রমধর্মী আলী সাদর গুহা : ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ইরানে প্রাকৃতিক অনেক বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। ব্যতিক্রমধর্মী প্রাকৃতিক নিদর্শনের একটি হল 'গারে আলী সাদর' বা 'আলী সাদর' গুহা। এই নামটি অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের দেয়া।

অবস্থান : ইরানের হামাদান শহর থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে একটি পাহাড়ের নীচে এই গুহাটি অবস্থিত।

গুহাটির বৈশিষ্ট্য : হামাদানের এই গুহাটির ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য হল এর ভিতরে অসংখ্য লেক বা নালা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আছে। লেকগুলো আঁকাবাঁকা। তবে লেকের পানি খুবই স্বচ্ছ। পানির কোন রং নেই, গন্ধও নেই। স্বচ্ছতার কারণে পানির ভিতরে পাঁচ মিটার গভীর পর্যন্ত দেখা যায়। পানির স্বাদ সাধারণ মিষ্টি পানির মতই। এর মধ্যে যে পানি তার গভীরতা হল আট মিটার বা সাড়ে ছাব্বিশ ফুট। গুহার উচ্চতা প্রায় চল্লিশ মিটার বা এক শ' বত্রিশ ফুট। তবে পানির এই গভীরতা সবসময় সমান থাকে না; মাঝেমধ্যে উঠানামা করে। পঞ্চাশ থেকে একশ' সেন্টিমিটার অর্থাৎ বিশ থেকে চল্লিশ ইঞ্চির মতো হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

সাত কোটি বছরের পুরনো গুহা এটি : গবেষকদের ধারণা, গুহাটির বয়স সাত কোটি বছরের কম নয়। প্রাচীন এই গুহাটি ১৯৬৩ সালে প্রথমবারের মতো আবিষ্কৃত হয়। সর্বপ্রথম হামাদানের পর্বতবাসী বা পর্বতারোহীরা এই রহস্যময় গুহাটি আবিষ্কার করেন। পাহাড়ের নীচের এই গুহাটির যতটুকু অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে তার দৈর্ঘ্য প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার। কৌতূহলী দর্শকরা পায়ে হেঁটে কিংবা নৌকা বেয়ে উপভোগ করতে পারেন গুহার ভিতরের বৈচিত্রময় সৌন্দর্যে ভরা করিডোর।

যে পাহাড়ের নীচে অবস্থিত এ গুহা : আলী সাদর গুহাটি যে পাহাড়ের নীচে অবস্থিত তার নাম 'সরি কিয়েহ'। বাংলায় যার অর্থ- হলুদ প্রস্তর। পাহাড়টি খুব বেশি উঁচু নয়। আলী সাদর গ্রামের দক্ষিণ অংশে পাহাড়টির অবস্থান। এই পাহাড়ে আরও দুটি গুহা আছে। একটির নাম 'সারব' অপরটির নাম 'সুবাশি'। আলী সাদর গুহা থেকে সাত এবং এগারো কিলোমিটার দূরে এই গুহাগুলোর অবস্থান। আলী সাদর গুহাটি সাফাভি শাসনামলে আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬২ সালে

হামাদানের পর্বতারোহীরা প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করে গণমানুষের পরিদর্শনের উপযোগী করে তোলে এই গুহাটি। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই গুহা ইরানের অন্যতম প্রাকৃতিক ট্যুরিস্ট স্পটে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক নিদর্শন : সম্প্রতি আলী সাদর গুহার ভিতরে খনন কাজ চালিয়ে বেশকিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শন হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রাপ্ত জিনিসপত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেলজুকি শাসনামলে এই গুহার ভেতর মানুষ বাস করত। প্রাপ্ত জিনিসপত্রগুলো হল বড় কলস, প্রদীপ জ্বালাবার জন্যে ব্যবহৃত পিলসূজ, এনামেল বা ধাতব এবং মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ পানিগুহা : ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষক বিস্ময়কর এই আলী সাদর গুহার উপর গবেষণা চালাবার জন্যে আসেন। তাদের মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ এই গুহাটির স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখে বলেন, 'আলী সাদর গুহাটি বিশ্বের অন্যান্য গুহার তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এবং নিশ্চিতভাবে এই গুহাটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ পানিগুহা'।

গুহাভ্যন্তরের বৈচিত্রময় দৃশ্য : আলী সাদর গুহার ভেতরের অসাধারণ দৃশ্যাবলী, চমৎকার আবহাওয়া, সুনসান নীরবতা এতো বেশি চিত্তাকর্ষক যে, যেকোন পর্যটককেই আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। হাযার হাযার দর্শক প্রতি বছর এই গুহা দর্শনে হামাদান সফরে যান। পরিদর্শনকারীদের একটা বিরাট অংশই বিদেশী। বিশ্বের পর্যটকগণ ধীরে ধীরে রহস্যময় এই পানিগুহার সাথে পরিচিত হচ্ছে।

বিস্ময়কর মহান স্রষ্টার সৃষ্টি : আলী সাদর গুহাটির ভেতরে আপনি যদি বেড়াতে যান, বিস্মিত হয়ে যাবেন। এতো সুন্দর করে, এতো শৈল্পিকভাবে গুহাটি সুসজ্জিত যে, দেখলেই মনে ভেসে উঠবে বিশ্ব স্রষ্টা মহান আলাহ্র অনুপম সৃষ্টির সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাচিত্র। কত সুন্দর করে, কত বিচিত্রতা দিয়েই না তিনি সাজিয়েছেন এই সুন্দর ধরাকে!

ভেতরে যেভাবে যাওয়া যায় : গুহার ভেতরে বেড়াতে গেলে আপনি নৌকায় যেতে পারেন। প্যাডেল বোট নিজে নিজে চালাতে পারেন, তা না হয় নৌকাচালক আপনাকে নিয়ে যাবে অপার রহস্যময় এই গুহার বিচিত্র কোণে। যেদিকেই তাকাবেন শুধু বিস্ময় আর বিস্ময় আপনাকে কর্মচঞ্চল এই পৃথিবী থেকে নতুন এক পৃথিবীতে নিয়ে যাবে। গুহার মাঝখানে আধা ঘণ্টা নৌকায় বেড়াবার পর আপনি ইচ্ছা করলে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে উপরের দিকে উঠে যেতে পারেন।

গুহা থেকে ফিরে আসা যায় হেঁটে হেঁটে : আনুমানিক পাঁচ শ' সিঁড়ি উপরে গেলে পায়ে হেঁটে অন্য রুটে গুহামুখের দিকে ফিরে আসা যায়। হেঁটে আসতে গেলে আনুমানিক আধাঘণ্টা সময় লেগে যেতে পারে। এসময় মনে হবে আপনি যেন পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। সে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি!

পর্যটকদের জন্য সুবিধা : স্থানীয় দর্শনার্থী এবং বিদেশী পর্যটকরা এই গুহা পরিদর্শন শুরু করেন ১৯৭৫ সাল থেকে। ১৯৯১ সালে আলী সাদর ট্যুরিজম কোম্পানী পুরো এলাকার উন্নয়নকাজ শুরু করে। বর্তমানে সেখানে হোটেল, অতিথিশালা, কাঠনির্মিত ভিলা এবং তাঁবু গাড়ার মত প্রশস্ত জায়গা অহরহ এবং সহজলভ্য। এছাড়াও আছে বিনোদনের জন্য খেলার মাঠ। খাওয়া-দাওয়ার জন্য রয়েছে রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা।

পৃথিবীর সেরা গুহা : আলী সাদর গুহা পৃথিবীর সেরা ও বিখ্যাত গুহা হিসাবে বিবেচিত। এ ধরনের গুহা পৃথিবীতে খুবই বিরল। আমেরিকায় এ ধরনের একটি গুহা আছে ঠিকই, কিন্তু তার নীচে এই গুহাটির মত পানি নেই। এ ধরনের আরেকটি গুহা আছে ইন্দোনেশিয়ায়। তবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পানিগুহা হিসাবে আলী সাদর গুহার খ্যাতি আজও অম্লান।

গুহাভ্যন্তরে পানির উৎস : আলী সাদর গুহার ভেতরে দেয়ালের গায়ে রয়েছে পিওর ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পলেস্তারা। এগুলো চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে। আর গুহার নীচের ফোয়ারা থেকেও পানি আসে। এ দু'টোই গুহার ভেতরের পানির প্রধান উৎস।

দূষণমুক্ত গুহা : গুহার অভ্যন্তরীণ দৃশ্য অত্যধিক সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোন রকম দূষণের বালাই নেই সেখানে। একেবারে সুনসান নীরবতা বিদ্যমান। গুহার ভেতরের কোন কোণে যদি মোম বাতি জ্বালানো হয় তাহলে ঐ মোমের শিখা একটুও নড়বে না।

জ্ঞানের স্বল্পতা

লাবীবা আঞ্জুম আফীফা, ৭ম শ্রেণী
আল মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক মা তার ছেলেকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছে। ছেলে পড়ালেখা শেষ করে বাড়ী ফেরে এসেছে। মা ছেলেকে বলল, বাবা তুমি তো ইংরেজী পড়ালেখা শেষ করে এসেছ, এবার আমাকে ইংরেজী শিখাও।

ছেলে : Something is bettar than nothing. আচ্ছা মা, এই বাক্যটির অর্থ কী হবে বল তো?

মা : আহারে বাব! তুমি আমাকে এতো সহজ ইংরেজী জিজ্ঞেস করলে? এটাতো আমি পারি, 'তুমি শামসুদ্দীন বেটার নাতী'।

শিক্ষা : *জ্ঞানের স্বল্পতা অনেক সময় মানুষকে বোকা বানায়।*

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

মুহাম্মাদ লাবীব হোসাইন, ৮ম শ্রেণী
আল মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপথন হচ্ছে-

ইয়াসীন : আরে শামীম তুমি কি জানো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি কত বড়?

শামীম : কেন?

ইয়াসীন : মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মধ্যে পৃথিবী রয়েছে?

শামীম : তাই, তাহলে তো আমার বইটা অনেক বড়!

ইয়াসীন : কিভাবে?

শামীম : আমার বইয়ের ভিতরে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি রয়েছে।

শিক্ষা : *প্রত্যেক মানুষের সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত।*

পৃথিবীর ওযন

আহমাদুল্লাহ, হিফয বিভাগ।
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছিদ্দীক ও আরীফের মধ্যে কথা হচ্ছে-

ছিদ্দীক : পৃথিবী সম্পর্কে তোমার কি কোন ধারণা আছে?

আরীফ : হ্যাঁ, আছে।

ছিদ্দীক : পৃথিবীর ওযন কেমন হবে?

আরীফ : ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম হতে পারে।

ছিদ্দীক : কি বলছ তুমি? পাগল হয়েছ নাকি?

আরীফ : আমাদের বাড়ীতে একটা পৃথিবীর মানচিত্র আছে, তাই বলাম।

শিক্ষা : *প্রত্যেক বিষয় আগে বুঝতে হবে। তারপর উত্তর দিতে হবে। না বুঝে উত্তর দেওয়া ঠিক না।*

নিষেধ

মুহাম্মাদ যাকারিয়া, হিফয বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস- সালাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথা হচ্ছে-

শিক্ষক : বলতো আহমাদ (paly) শব্দের অর্থ কী?

ছাত্র : এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন স্যার।

শিক্ষক : তাহলে বল।

ছাত্র : (paly) শব্দের অর্থ পড়া।

শিক্ষক : (paly) শব্দের অর্থ খেলা না হয়ে পড়া হল কি করে?

ছাত্র : আপনিই তো বলেছেন, শিক্ষক যখন ক্লাসে থাকবে তখন খেলা তো দূরের কথা। খেলা শব্দটাও বলা নিষেধ।

শিক্ষা : *শিক্ষক যখন যে প্রশ্ন করবেন তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিৎ।*

'মা হাজেরা হৌক মায়েরা সব, জবীহুল্লাহ হৌক ছেলেরা সব
সবকিছু যাক সত্য রৌক, বিধির বিধান সত্য হৌক'

-কাজী নজরুল ইসলাম।

সাধারণ জ্ঞান

❖ আল-কুরআন

৮. পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াত কতটি?

উত্তর : ১৫টি।

৯. হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আত বা কুরআনের খণ্ডিত বর্ণ সমূহ কতটি?

উত্তর : ১৪টি।

১০. হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আত দিয়ে সূরা শুরু হয়েছে কতটি?

উত্তর : ২৯টি।

১১. মাক্কী সূরা কতটি?

উত্তর : ৮৬টি।

১২. মাদানী সূরা কতটি?

উত্তর : ২৮টি।

১৩. কুরআন মাজীদে সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি?

উত্তর : সূরা বাক্বারাহ। আয়াত সংখ্যা ২৮৬।

১৪. কুরআন মাজীদে সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি?

উত্তর : সূরা কাওছার। আয়াত সংখ্যা ৩।

❖ বিজ্ঞান

১. কোন রঙের কাপে চা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়?

উত্তর : কালো।

২. রান্না করার হাড়িপাতিলে সাধারণত এ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর : এতে দ্রুত তাপ সঞ্চালিত হয়ে খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।

৩. পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন?

উত্তর : মধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য।

৪. লাল ও সবুজ রং মিশিয়ে কোন রং তৈরী হয়?

উত্তর : হলুদ।

৫. চুম্বকের আকর্ষণ কোন অংশে বেশি?

উত্তর : দুই মেরুতে।

৬. কোন সময় জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে?

উত্তর : শীতকালে।

সংগঠন পরিক্রমা

খলীলপুর, সুজানগর, পাবনা ১১ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সুজানগর উপযেলাধীন দারুলহাদীছ মডেল মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কাতার শাখার আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আব্দুল কাবীর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন মুহাম্মাদ ইব্রাহীম।

কামারপাড়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া ১১ই জুন শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার শাহজাহানপুর উপযেলাধীন কামারপাড়া বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয নাজীবুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এইচ. এম শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাকিব হোসাইন ও জাগরণী পরিবেশন করে মাহবূবুর রহমান।

চক শাহবাজপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৪ই জুন সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার কামারখন্দ উপযেলাধীন চক শাহবাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক শাহাদত হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রিফাত ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে আরিফ হাসান।

চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা ১৯শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার রূপসা থানাধীন চাঁদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি দায়িত্বশীল ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা, এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল এম. মতীউর রহমান ও আনীসুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হুদা।

করোনাভাইরাস : শিশুদের মাঝে দেখা দেওয়া উপসর্গ

মহামারীর সময় জুড়ে শিশুদের ওপর করোনাভাইরাসের প্রকোপ বরাবরই কম ছিল। তবে যে কয়জন আক্রান্ত হয়েছে তাদের এবং পুরো পরিবারের কষ্ট হয়ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর চাইতেও কঠিন। কিছু গবেষণা দাবি করছে, করোনাভাইরাসের নতুন যে ধরন সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কার হয়েছে তা শিশুদের জন্য অনেক বেশিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে মানুষকে সচেতন করার স্বার্থে এখন পর্যন্ত শিশুদের মাঝে করোনাভাইরাস সংক্রমণের যে উপসর্গগুলো প্রায়শই দেখা গেছে সেগুলো তুলে ধরেছেন বিশেষজ্ঞরা। নিম্নে তুলে ধরা হল-

শিশুদের ক্ষেত্রে রোগের তীব্রতা কম : অনেকক্ষেত্রেই শিশুদের কোভিড-১৯' য়ের ধরনটা প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে ভিন্ন। তাদের মাঝে রোগটির একটি মৃদুমাত্রার ধরন চোখে পড়ে। উপসর্গগুলো দেখা যায় দেরিতে। অপরদিকে তাদের শরীরে যে 'অ্যান্টিবডি' তৈরি হয় সেটাও হয় দুর্বল। বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রায় এক তৃতীয়াংশ 'পেডিয়াট্রিক কোভিড-১৯' রোগীই ছিল 'অ্যাসিম্টোম্যাটিক' বা উপসর্গহীন। তবে যে উপসর্গগুলো দেখা গেছে তাদের মধ্যে কিছু আবার প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের থেকে ভিন্ন। অপরদিকে শিশুরা এই ভাইরাস ছড়ায় দীর্ঘ সময়ব্যাপি। তাই শিশু এবং নিজের সুরক্ষা দু'টোই নিশ্চিত করতে শিশুদের বেশি সুরক্ষিত রাখতে হবে।

শিশুদের মাঝে যেসব উপসর্গ দেখা গেছে :

কফ : প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শিশুদের ক্ষেত্রেও এই ভাইরাস শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। ফলে 'ড্রাই কফ', গলা ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। মৃদু জ্বর দেখা দিলে তার করোনা পজিটিভ হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। 'কফ' প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও একটি সাধারণ উপসর্গ। প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ 'কোভিড-১৯' রোগীর মাঝেই মৃদু থেকে তীব্র বিভিন্ন মাত্রার 'কফ' দেখা গেছে।

নাক দিয়ে পানি ঝরা : এই উপসর্গটি শুধু করোনাভাইরাসের সাথে সম্পর্কিত নয়। মৌসুমি সর্দির সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা'য়ের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেওয়া শিশুদের মাঝে বেশিরভাগেরই করোনা টেস্ট ছিল নেগেটিভ। তবে গলা আটকে থাকার পাশাপাশি যদি নাক দিয়ে পানি ঝরা শুরু হয় তবে 'কোভিড-১৯' য়ে সন্দেহটা অবান্তর হবে না। এমন পরিস্থিতিতে করোনাভাইরাস সংক্রমণের অন্যান্য উপসর্গ দেখা যায় কি না সেদিকে নজর রাখতে হবে।

ত্বকের ফুসকুড়ি : মহামারীর শুরুর দিকে এই উপসর্গ দেখা গিয়েছিল। ত্বকের বিভিন্ন অংশে অপ্রত্যাশিত র‍্যাশ, ত্বকের ক্ষুদ্র রক্তনালীতে সংক্রমণ, হাত কিংবা পায়ের আঙ্গুল ফুলে যাওয়া ইত্যাদি বিপদজনক ইঙ্গিত। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে দ্রুত।

মাথা ব্যথা : সংক্রমণের কারণে ব্যথা হওয়ার উপসর্গটা শিশুদের মাঝে দেখা গেছে কম। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে মাথা-ব্যথা দেখা গেছে বেশি, যা বেশ অসহ্য হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায় ১৪ শতাংশের মাঝে মাথা ব্যথা দেখা গেছে, তবে শিশুদের মাঝে সেই মাত্রাটা হল ৫৫ শতাংশ। আর এদের মধ্যে সবারই করোনা টেস্ট আসে 'পজিটিভ'।

স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি হারানো : একাধিক গবেষণার দাবি, প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি হারানোর সম্ভাবনা শিশুদের ক্ষেত্রে সাতগুণ বেশি। এর কারণে শিশুরা খাওয়ার রুচি হারাবে, অবসাদগ্রস্ত থাকবে, শারীরিক দুর্বলতা বাড়বে। আর এগুলো সবই সংক্রমণের সম্ভাব্য উপসর্গ।

পেটের গোলমাল : ডায়রিয়া, পেট ব্যথা, বমি ভাব, খেতে না চাওয়া ইত্যাদিও করোনাভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে। যদিও এই সমস্যাগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তীব্রমাত্রায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে মৃদু সংক্রমণেই এই সমস্যাগুলো দেখা দেয়।

শিশুর শরীরে করোনার লক্ষণ কী? কীভাবে সতর্ক থাকবেন?

ডা. অপূর্ব ঘোষ, ডা. দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী, ডা. কৌস্তব চৌধুরী, ডা. মিহির সরকার এবং ডা. প্রভাসপ্রসূন গিরি এই গাইডলাইনটি তৈরি করেছেন। যেখানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে করোনার লক্ষণ কী কী, কীভাবে সতর্ক থাকতে হবে, তার বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। সাধারণত শিশুদের ফুসফুসের উপরিভাগে সংক্রমণ বাসা বাঁধছে। ৮ বছরের নিচের বাচ্চাদের স্বাদ-গন্ধ যাচ্ছে না। করোনা হলে ১৭ দিনের আইসোলেশনে থাকতে হবে।

কীভাবে বুঝবেন শরীরে করোনা হানা দিয়েছে?

১. ৮ বছরের ঊর্ধ্বে মাইল্ড করোনা হলে স্বাদ-গন্ধ চলে যেতে পারে।

২. অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৯২ হয়ে যেতে পারে। স্যাচুরেশন ৯৫-এর নিচে নামলেই তা মারাত্মক।

৩. ডায়রিয়া আর বমি হতে পারে।
৪. খাবারের ইচ্ছা চলে যেতে পারে।
৪. শরীরে করোনা মারাত্মক প্রকোপ ফেললে হার্টবিট সমস্যা হতে পারে।
এই সমস্ত লক্ষণ দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শিশুর করোনা হলে কী করবেন?

১. স্বল্প এবং তার চেয়ে সামান্য বেশি করোনার প্রকোপ থাকলে প্রচুর পানি খেতে হবে। অন্তত চার-পাঁচ লিটার পানি খাওয়ান।
২. ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইন খেতে হবে।
৩. ভিটামিন সি ও জিঙ্ক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতে কতটা লাভ হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তার চেয়ে ফল ও শাক-সবজি খাওয়ার উপর জোর দিতে বলছেন চিকিৎসকরা।
৪. জ্বর এলে প্যারাসিটামল ১৫ এমজি দিতে পারেন। তবে দিনে পাঁচবারের বেশি যেন এই ওষুধ না খাওয়ানো হয়।
৫. ৮ বছর পর্যন্ত বাচ্চাকে প্যারাসিটামল খাওয়ানোর ক্ষেত্রে ৪ ঘণ্টার ব্যবধান রাখতে হবে।
৬. বাচ্চার নাক বন্ধ হলে স্যালাইন স্প্রে দিতে হবে।
৭. পেট খারাপের জন্য অ্যান্টি-বায়োটিক নয়, প্রো-বায়োটিক দিতে হবে।
৮. বমি হলে ডোমপেরিডোন গোত্রের ওষুধ দিতে হবে।
৯. পানি খাইয়েও যদি ইউরিন কমতে থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
১০. করোনা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছলে ডেক্সামিথাজোন ১৫ এমজি ১৪ দিন খেতে হবে।
১১. সাধারণ ক্ষেত্রে রেমডেসিভিরের প্রয়োজন নেই।
১২. স্যাচুরেশন ৯৪ শতাংশের নিচে না নামলে বাচ্চাকে স্টেরয়েড দেবেন না।
১৩. নেবুলাইজার দিতেও বারণ করা হচ্ছে।
১৫. আগে থেকে হাঁপানি থাকলে স্যালভুটামল গোত্রের ওষুধ দিতে হবে।

ভয়ের ব্যাপার কোথায়?

১. ইউরিন কমে যাওয়া।
২. জ্বর ফিরে ফিরে আসা।
৩. বাচ্চার খাওয়া কমে যাওয়া।
৪. বাচ্চা বারবার ক্লান্ত হয়ে পড়া।

এসব ক্ষেত্রে কোভিড টেস্ট করাতে হবে।

[সংবাদ প্রতিদিন, ৪ঠা জুলাই ২০২১]

ভাষা শিক্ষা

ব্যবসা-বাণিজ্য

মুহাম্মাদ আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

অগ্রিম- سُلْفَةٌ -Advance (অ্যাডভানস)

আমদানী - اِسْتِيْرَادٌ - Impirt (ইস্ট্যর্ট)

আয় - دَخْلٌ - Income (ইন্‌কাম)

উৎপাদন - إِنْتَاجٌ - Production (প্রডাক্‌শন)

উৎপাদনকারী - مُنْتِجٌ - Producer (প্রডিউসার)

ঋণ - قَرْضٌ - Loan (লৌন)

এজেন্ট - وَكِيْلٌ - Agent (এইজেন্ট)

কর - ضَرِيْبَةٌ - Tax (ট্যাক্স)

কারখানা- مَصْنَعٌ - Factory (ফ্যাক্টরি)

কোম্পানী - شَرِكَةٌ - Company (কামপানি)

ক্যাশিয়ার- أَمِيْنُ الصُّنْدُوْقِ -Cashier (ক্যাশিয়ার)

ক্রয় - اِشْتِرَاءٌ - Purchase (পার্চ্যাস)

ক্রেতা - مُشْتَرِيٌ - Buyer - (বাইয়ার)

গুদাম - مُسْتَوْدَعٌ - Godown (গৌডউন)

দর - سِعْرٌ Rate (রেইট)

কুইজ

১. ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি কার সাথে থাকবে?

উ:..

....

....

২. আল্লাহ কোন তিনটি কাজ পসন্দ করেন না?

উ:..

....

....

....

....

৩. পৃথিবীর সেরা সম্পদ কী?

উ:..

....

....

৪. কুরআন মাজীদে সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি এবং আয়াত সংখ্যা কত?

উ:..

....

৫. কবর বা মাযারে শায়িত মৃত পীর বা ওলী-আউলিয়া মানুষের অভাব পূরণ করেন, বিপদাপদ দূর করেন ইত্যাদি কথা বিশ্বাস করা কী?

উ:..

....

....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে আগস্ট ২০২১।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) জিহাদে গমনের চাইতেও উত্তম **(২)** حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ **(৩)** ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা **(৪)** اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ **(৫)** বাগেরহাট, ৮১টি।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : আহনাফ মুবাশ্শির, ৬ষ্ঠ (ক)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : নাফিসা, ৩য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : আব্দুল আহাদ, মক্তব বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১০ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২ ও ৩ নং মৌখিকভাবে এবং ৪ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৩. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৪. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই (যাদু নয় বিজ্ঞান ও শব্দ অনুসন্ধান বাদে)।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১০+ থেকে ১৩ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২১ সালের ৮ই অক্টোবর সর্বোচ্চ ১৩ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

নিম্নের ৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩ ও ৪ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

১. আক্বীদা (আবশ্যিক সম্পূর্ণ) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৪ ও ২৫ তম পারা)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

৪. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

❖ পরিচালকগণের জন্য

গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : (এমসিকিউ পদ্ধতিতে)

(ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।

(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর ১. সম্পাদকীয় : অনুসরণ করব কাকে?, ৪৩তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '২০; জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, ৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, '২১; সময়ের সদ্ব্যবহার, ৪৬তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল '২১।

২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা, ৪২-৪৭তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৩য় সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৮. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১৫. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৫ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২২শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১১ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।